প্রতিবন্ধীরা সমাজে সব সময়ই অবহেলিত। কিন্তু তাদের আছে মেধা, আছে কর্মশক্তি একটু সাহায্য পেলেই তারা অনেক অসাধ্য সাধন করতে পারে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য নির্মিত কম্পিউটারে বাংলা লেখার সফটওয়্যার বিজয় ব্রেইলের বিস্তারিত

...লিখেছেন **মেহেদী হাসান সুমন**

দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য বিজয় বাংলা

দেশের বিপুলসংখ্যক মানুষ নানা কারণে শারীরিক প্রতিবন্ধী। এসব প্রতিবন্ধীর মাঝে এমন অনেকেই আছেন যারা হয়তো সামান্য সহায়তা পেলেই তাদের প্রতিবন্ধিত্ব থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন। অথবা ন্যূনতম স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারবেন। এ জন্য কারো হয়তো একটি সাদা ছড়ি দরকার, কারো দরকার একটি লাঠি। আবার কারো হয়তো দরকার একটি হুইল চেয়ার। কেউ কেউ আমাদের মতোই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবেন, যদি তাদেরকে প্রযুক্তি দিয়ে সহায়তা করা হয়।

আমাদের যাদের দৃষ্টিশক্তি আছে তারা চোখ বুজলেই টের পাই যে, একটি মানুষ সমগ্র জীবনের জন্য যদি এমন করে চোখ মুদে থাকে তবে তার বেঁচে থাকা কী ভয়ঙ্কর কষ্টের। সম্প্রতি মুম্বাইয়ের একটি ছবি 'ব্ল্যাক'-এ এমন একটি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মেয়ের জীবন চিত্রায়িত করা হয়েছে। মেয়েটির জীবনে একজন শিক্ষককে দেখানো হয়েছে, যিনি মেয়েটির প্রতিবন্ধিত্বকে জয় করতে সহায়তা করেছেন। আপনারা দেখে থাকবেন, মেয়েটি একটি ব্রেইল টাইপরাইটার ব্যবহার করছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের অনেক পাবলিক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল বা মাদ্রাসায় খুব স্বল্পসংখ্যক হলেও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী পাওয়া যাবে; যারা আমাদের মতো লেখাপড়া করছে। এতো দিন তারা মেকানিক্যাল বাংলা ব্রেইল টাইপরাইটার এবং লেটারপ্রেস বাংলা ব্রেইল প্রিন্টিং সিস্টেম ব্যবহার করতো। কিন্তু কম্পিউটার আসার পর তাদের সেই মেকানিক্যাল ব্রেইল পদ্ধতি কেউ কম্পিউটারে প্রয়োগ করেনি। যেহেতু এখনকার প্রায় সব ইনফরমেশনই ডিজিটাল, সেহেতু সেসব ইনফরমেশন কম্পিউটারের বাংলা ব্রেইল পদ্ধতিতে পাওয়া দরকার, নইলে বাংলায় পড়াশোনা করা সম্ভব নয়। শারীরিকভাবে অসহায় এসব প্রতিবন্ধীর কাছে তথ্য-প্রযুক্তির উৎকর্ষতা পৌঁছে দিতে এগিয়ে এসেছেন আনন্দ কম্পিউটার্স। তাদের গবেষণা ও অর্থায়নে কম্পিউটারে বাংলা লেখার জনপ্রিয় সফটওয়্যার বিজয়ের ব্রেইল সংস্করণ সম্প্রতি বের হয়েছে।

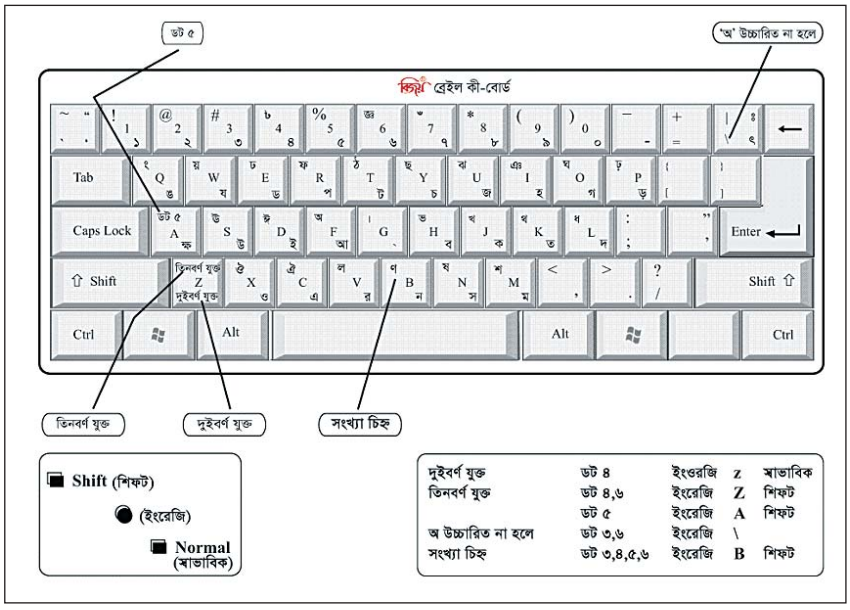

সফটওয়্যারটির সঙ্গে আছে বিজয় ব্রেইল কি-বোর্ড। ফলে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা সহজেই কম্পিউটারে বিজয় কি-বোর্ড ব্যবহার করে বাংলা লিখতে পারবেন।

এ ছাড়া সফটওয়্যারের সঙ্গে সংযুক্ত রুল ফাইল ইনস্টল করে (প্রিন্টারের মডেল অনুসারে) এসব ফাইল প্রিন্টও করা যাবে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের বাড়তি সুবিধার জন্য এ সফটওয়্যারে একটি কনভার্টার ও বাংলা অভিধানও যুক্ত করা হয়েছে। কনভার্টার যেকোনো বাংলা ফাইলকে ব্রেইলে ও ব্রেইল ফাইলকে সাধারণ বাংলায় রূপান্তর করতে পারবে। বাড়তি সুবিধার জন্য আছে একটি বাংলা অনলাইন অভিধান।

এ প্রসঙ্গে মোস্তফা জব্বার বলেন, 'প্রথম আমি সাভারের একটি এনজিও সিডিডির মাধ্যমে জানতে পারি, কম্পিউটারে বাংলা থাকলেও বাংলা ব্রেইল নেই। পরে তারা জানায়, প্রকৃত সত্য হচ্ছে, বাংলাদেশে বাংলা ব্রেইল নেই, তবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের একটি প্রতিষ্ঠান ওয়েবেল একটি ব্রেইল সফটওয়্যার তৈরি করেছে, যার একটি কপির দাম কমপক্ষে এক লাখ টাকা। সিডিডি বিপুল টাকা দিয়ে সেই সফটওয়্যারটি কিনলেও তা ব্যবহার করতে পারছে না। কেননা, প্রথমত সেটি কেবল আইলিপ নামক একটি ভিন্ন সফটওয়্যারে কাজ করে, মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে কাজ করে না। এছাড়া এর সঙ্গে বিজয়ের কোনো সঙ্গতি নেই। সঙ্গত কারণেই তারা আমাকে ওয়েবেলের কাছে নিয়ে যায় ওয়েবেলের বাংলা ব্রেইলের সঙ্গে বিজয়ের সমন্বয় করার জন্য। আমি বস্তুত বিজয়ের সব গোপন তথ্য তাদের প্রদান করি, যাতে তারা তাদের সফটওয়্যারটি বিজয় কম্পাটিবল করতে পারে। কিছুদিন পর জানতে পারলাম, ওয়েবেল যা করেছে তাতে বিজয়ের সঙ্গে একশ ভাগ মিল নেই। বরং তাতে অনেক ত্রুটি রয়ে গেছে এবং সেসব ত্রুটি সারানো তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এছাড়া সেটি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের সঙ্গে কাজ করে না। 'সিডিডির কাছ থেকে আমাদের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তৈরি করা ব্রেইল সিস্টেমের বই পেলাম। এরপর শুরু করলাম বাংলা ব্রেইল মুদ্রণ পদ্ধতি প্রস্তুত করা। কাজ করতে গিয়ে দেখলাম, ব্রেইল পদ্ধতিতে এমন কিছু জিনিস আছে যা বেশ চমৎকার। আমাদের সাধারণ ইউনিকোড পদ্ধতির মতোই এতে কোনো যুক্তাক্ষর নেই। এমনকি স্বরবর্ণ-স্বরচিহ্নও একই কোড ব্যবহার করে। তবে যুক্তাক্ষর চেনার, সংখ্যা চেনার বা স্বরবর্ণ-স্বরচিহ্ন চেনার জন্য বেশ কিছু বাড়তি উপায় আছে; দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা যার সঙ্গে সর্বদাই পরিচিত থাকে। সিডিডি আমাকে জানালো, প্রচলিত ব্রেইল পদ্ধতি বদলানো যাবে না, যা আছে তাই ঠিক রাখতে হবে। সেটা একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে থাকলো। আমি বুঝতে পারলাম, দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা হাতের আঙুলের স্পর্শে অনুভব দিয়ে বুঝতে পারে কোনটি কোন অক্ষর। বাংলা ব্রেইলকেও সেভাবেই যুক্তাক্ষর বর্জিত একটি চমৎকার বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সাজানো হয়েছে। কিন্তু কম্পিউটারের জন্য পদ্ধতিটি প্রয়োগ করা যথেষ্ট কঠিন।'

তিনি আরো বলেন, 'দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য বাংলা ব্রেইল তৈরি করাতে আসলে কোনো গোষ্ঠীরই স্বার্থ নেই। কিছুদিন যেতেই আমি টের পেলাম, কাজটি আমার জন্য কেবল নতুন নয়, দুরূহও বটে। দেশে এ সংক্রান্ত কোনো প্রযুক্তি বা জ্ঞানই নেই। যেসব কোম্পানি ব্রেইল প্রিন্টার বানায় তাদের কাছ থেকেও বাংলা ব্রেইল তৈরি করার জন্য সহায়তা পাওয়াটা তেমন সহজ হবে বলে মনে হলো না। তবুও ইউরোপের একটি প্রিন্টার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ইনডেক্স বাংলা ব্রেইল প্রিন্ট পদ্ধতির জন্য প্রয়োজনীয় কাজ করতে বলা হলো। অনেক দিন পর ইনডেক্সকে একটি পদ্ধতি পাঠালোও বটে। কিন্তু আমি সিডিডির কাছে গিয়ে দেখলাম, এর সঙ্গে আমাদের বাংলা ব্রেইল পদ্ধতির কোনো মিল নেই। তাছাড়া আমাদের বাংলা ব্রেইল সিস্টেমের সঙ্গে বিজয়ের সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপার রয়েছে।'

এই অক্টোবরে বিশ্ব দৃষ্টি দিবসে কম্পিউটারে বাংলা ব্রেইল সিস্টেম সম্পূর্ণভাবে কার্যকর করা হয়েছে। ব্র্যাক স্কুলের জন্য বিজয় ব্রেইল দিয়ে মুদ্রিত বই এরই মাঝে প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া এই সফটওয়্যার ব্যবহার করে সাভারের সিডিডি নামের এনজিওটি যে ব্রেইল প্রকাশনার কাজ করেছে তা যে কেবল সঠিক হয়েছে তাই নয়, পশ্চিমবঙ্গের ওয়েবেল প্রযুক্তির চেয়ে এটি অনেক ভালোমানের কাজ দিচ্ছে। এ কারণেই বাংলা ব্রেইল পদ্ধতি সব দৃষ্টি প্রতিবন্ধীকে বিনামূল্যে সরবরাহ করা হবে।

'বিজয় ব্রেইল দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের পড়াশোনায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে'

মোস্তফা জব্বার
প্রধান নির্বাহী, আনন্দ কম্পিউটার্স

সাপ্তাহিক ২০০০ : জনপ্রিয় বাংলা সফটওয়্যার বিজয়ের যাত্রা সম্পর্কে কিছু বলুন।

মোস্তফা জব্বার : ১৯৮৭ সালে আনন্দ নামের একটি ফন্ট ডিজাইনের মাধ্যমেই মূলত এর যাত্রা শুরু। বিজয় কি-বোর্ডের যাত্রা শুরু ১৯৮৮ সালের ১৬ ডিসেম্বর। আর আজ বাংলা লেখার সফটওয়্যারগুলোর মধ্যে বিজয় নিঃসন্দেহে সবচেয়ে জনপ্রিয়। বর্তমানে ম্যাক, পিসি ও লিনাক্স তিনটি প্লাটফর্মেই বিজয় ব্যবহার করা যায়।

২০০০ : বিজয় ব্রেইলে কাজ করার উৎসাহ কীভাবে পেলেন?

জব্বার : মূলত আমার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের সহপাঠী দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মনসুরের মেধা ও জীবনযুদ্ধ আমাকে ব্রেইলের কাজে উৎসাহিত করে। বিজয় ব্রেইলের এই অংশটির ডিজাইন ও প্রোগ্রাম পুরোটাই আমাদের দেশে করা হয়েছে, যা ভারতীয় সফটওয়্যারের চেয়ে অনেক উন্নতমানের।

২০০০ : প্রতিবন্ধীদের জন্য ভবিষ্যতে কি আরো কিছু করার চিন্তাভাবনা করছেন?

জব্বার : কম্পিউটার মনিটরের পর্দার তথ্য বা ফাইলগুলো দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা দেখতে পায় না। এ ছাড়া তারা ইন্টারনেটও ব্যবহার করতে পারেন না। তাদের এসব অসুবিধা দূর করতে আগামী ফেব্রুয়ারিতে বাজারে আসছে প্রথম বাংলা 'টেক্সট টু স্পিচ' সফটওয়্যার। এটি দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের পড়াশোনায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করবে। এছাড়া এটি ইউনিকোড সাপোর্টেড ওয়েব পেজ পড়ে শোনাবে। উল্লেখ্য, ইংরেজি ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় এ ধরনের সফটওয়্যার নেই।

২০০০ : দেশের তথ্য প্রযুক্তি বিকাশে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী?

জব্বার : আমি বিজয় ছাড়াও প্রায় ২০ হাজার অ্যানিমেটর ও গ্রাফিক্স ডিজাইনার তৈরি করেছি। এছাড়া ইতিমধ্যে ১৫টি স্কুল স্থাপন করেছি যেখানে কম্পিউটার ও ইংরেজি বাধ্যতামূলক শেখানো হয়। পড়াশোনার মাধ্যম হিসেবেও এখানে কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়। এছাড়া আমরা কিছু বিশ্বমানের মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার তৈরির চিন্তাভাবনা করছি।